করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৫ ভাদ্র – ৩১ ভাদ্র, ১৪২৮ ঃ ১১ সেপ্টেম্বর – ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 46, 11 SEPTEMBER - 17 SEPTEMBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাবুল দখলের পর কয়েকদিনের কূটনৈতিক সৌজন্যের

মধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে প্রকৃত রূপ ধরা পড়ল তালিবান মুখপাত্রের গলায়। তিনি জানিয়ে দিলেন কাশ্মীর নিয়ে কথা বলা তাদের অধিকার। তালিব নেতারা যাই বলুন না কেন তারা যে পাকিস্তানের সুরে কথা বলবে তা প্রত্যাশিতই ছিল।

রবিবার : রাজ্যে সাতটি কেন্দ্রে নির্বাচন বকেয়া থাকলেও মাত্র তিনটি

কেন্দ্রে নির্বাচন ৩০ সেপ্টেম্বর হবে বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন যার মধ্যে উপনির্বাচন হবে একমাত্র ভবানীপুর কেন্দ্রে যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হওয়ায় কথা। এমন পক্ষপাত মূলক ঘোষণায় ক্ষুব্ধ বিরোধী দলগুলি।

সোমবার : রাজ্যে চাকরি চাইলে হাজতবাস এখন নিত্যকার ঘটনা।

শিক্ষক দিবসের দিনেও তার ব্যতিক্রম হল না। এসএসসি পাশ করে বহুদিন ধরে ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরি প্রার্থীরা সকালে হাজির হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে। লেক টাউন থানার পুলিশ সেখানেই তাদের আটক করে মুক্ত করে এলাকা।

মঙ্গলবার : টেট পরীক্ষার্থীদের ভুল প্রশ্নের জন্য খেসারত হিসাবে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে নির্দেশ দেয়

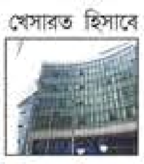

কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ না মানায় শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে আর্থিক জরিমানা করেছিল আদালত। তাও মানা হয় নি। এবার আদালত অবমাননার দায়ে যুক্ত করা হল সভাপতিকে।

বুধবার : এবারও কড়া কোভিড বিধি মেনে আয়োজন করতে

হবে দুর্গাপুজো। পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের সভায় নিয়ম কানুন জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুদানও ঘোষণা হল পঞ্চাশ হাজার টাকা করে। তবে রাত জেগে প্যান্ডেলে হপিং চলবে কিনা বা কার্নিভাল হবে কিনা তা জানানো হবে পরে।

বৃহস্পতিবার : দেশের সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে এবার যোগ দিতে

পারবেন মেয়েরাও। ঐতিহাসিক এই হলফনামা দিয়ে শীর্ষ আদালতকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ভারত সরকার। তবে পরিকাঠামো গড়তে সময় চাওয়া হয়েছে এক বছর। বহু আগে মহিলা বাহিনী গড়া নেতাজি যে কত এগিয়ে রয়েছেন প্রমাণ করে দিল এই সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার : সমস্ত ছাত্রছাত্রীর টিকা হলে তবেই খোলা যাবে স্কুল এমন শর্ত মানতে রাজি নয় কেন্দ্র। টিকাকরণ চলতে চলতেই খোলা যেতে পারে

স্কুলের দরজা। রাজ্যের শিক্ষা দফতরও দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা পরিকাঠামোর অবস্থা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে স্কুলগুলিকে। ৬ দিনের মধ্যে জানাতে হবে উত্তর।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আসন্ন উৎসবে সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী ঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার কিমি। সীমান্তবর্তী এই জায়গাটা রয়েছে বনগাঁ ও বসিরহাট এই দুটি পুলিশ জেলার অন্তর্গত। বনগাঁ পুলিশ জেলার সীমান্তবর্তী থানাগুলি হল বাগদা, গাইঘাটা, গোপালনগর, বনগাঁ ও পেট্রাপোল। আর বসিরহাট পুলিশ জেলার সীমন্তবর্তী থানাগুলি হল স্বরূপনগর, হাসনাবাদ, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হেমনগর (কোস্টাল)। একসময় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার অন্যতম বড় সমস্যা ছিল গরুপাচার। কিন্তু গরু পাচারের মূল পাণ্ডা এনামুল হক ও বিএসএফের এক কর্তা সিবিআই জালে ধরা পড়ার পর বনগাঁ ও বসিরহাট পুলিশ জেলা দ্বয়ের

সীমান্তগুলিতে গরু পাচার এক প্রকার বন্ধ থাকলেও সীমান্তের বর্তমান সমস্যা হল অনুপ্রবেশ, চোরাচালান সহ সোনা ও মাদক পাচার বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অরক্ষিত সীমান্তগুলি দিয়ে বিএসএফের নজর এড়িয়ে প্রায়শই ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও পাচার প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিক স্বরূপনগর সীমান্তে বিএসএফের আমুদিয়া বিওপির জি কোম্পানির সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১১২ নম্বর নাগা ব্যাটেলিয়ন কর্তৃক সোনা উদ্ধার গ্রামবাসীদের অভিযোগের সত্যতাকেই প্রমাণ করে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গোপন খবরের ভিত্তিতে, স্বরূপনগর সীমান্তবর্তী চিতারু গ্রাম থেকে আজমল সানা নামে এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে তারা ২৪ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। যার ওজন প্রায় ২ কেজি ৬০০ গ্রাম এবং বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষাধিক বলে বিএসএফ সূত্র জানায়। তারা আরও জানায়, উদ্ধারকৃত এই সোনার বিস্কুট সহ ধৃত আজমল সানা ও তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটি আটক করে ঘোজাডাঙা শুল্ক দফতরের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয়।তবে স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবি, বিএসএফ যে পরিমাণ সোনা বা অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ সামগ্রী চোরা চালান হচ্ছে।

এরপর তিনের পাতায়

ধুঁকছে পাঁইটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: একতরফা চিনের ভারত আক্রমণের বছরটা ছিল ১৯৬২। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল দেশে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সেই বছরই বর্ধমান জেলার রায়না–২ নম্বর ব্লকে বিশাল জায়গার উপর স্থাপিত হয়েছিল পাঁইটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আজ আর যুদ্ধের আবহ নেই। উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে দেশ। জনগণকে সুবিধা দিতে প্রতিযোগিতা চলছে কেন্দ্র–রাজ্য দুই সরকারের মধ্যে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায় দেখ। কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সর্বত্র অনুন্নয়নের ছাপ স্পষ্ট। ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা কর্মীর অভাবে ৫/৬ বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে এক সময় সুনামের সঙ্গে চলা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন, বছর দশেক আগেও ডাক্তার, নার্স আর রোগীর ভিড়ে গমগম করত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। ছিল বেডের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুযোগ। এরপর শুরু হল ক্ষয়। আস্তে আস্তে কমতে থাকল চিকিৎসা, উবে গেলেন ডাক্তাররা। এখন পরিণত হয়েছে নাম কা ওয়াস্তে ছোট একটা হেলথ ইউনিটে। যেখানে সামান্য পরিষেবাটুকুও পাওয়া দায় হয়ে উঠেছে। সামান্য শরীর খারাপ হলে ছুটতে হয় ৪০ কিলোমিটার দূরে আরামবাগ বা আরও দূরে বর্ধমান হাসপাতালের দরজায়। বারবার আবেদন নিবেদনেও অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি, শুধু মিলেছে শুকনো প্রতিশ্রুতি। এখনও সবই চলছে ভগবানের ভরসায়।

প্রশাসনিক ঘরে দলীয় মিটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : জেলার প্রাচীন এক পুর সভার পুর ভবনকে দলীয় কাজে ব্যবহার করার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগরে। জানা গেল, কয়েকদিন আগে জয়নগর মজিলপুর পুর সভার প্রশাসনিক বৈঠকের ঘরে বসে দলীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃনমূলের নবগঠিত সুন্দরবন জেলার সভাপতি তথা কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। এদিনের এই বৈঠকে জয়নগরের বিধায়ক তৃনমূলের বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল যুব সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, পুরসভার নব নিযুক্ত প্রশাসনিক চেয়ারপার্সন সুকুমার

হালদার, টাউন তৃনমূল সভাপতি রথীন মন্ডল, টাউন তৃনমূল কার্যকরী সভাপতি শৈলেন দাস সহ আরো অনেক তৃনমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আর পুরসভার প্রশাসনিক বৈঠকের ঘরে দলীয় এই মিটিংকে ঘিরে এবার সরব হয়েছেন বিরোধীরা। শনিবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে তৃনমূলের নব নির্মিত সুন্দরবন জেলার বর্ধিত সভার আগে পুর ভবনে একটি দলীয় মিটিং ও করা হয়। আর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর ওই ছবিতে দেখা যায় পুরসভার প্রশাসনিক বৈঠকের ঘরে চেয়ারম্যান বা পুর প্রশাসকের চেয়ারে বসে বৈঠক করেছেন তৃনমূলের জেলা সভাপতি যোগরঞ্জন হালদার। আর অন্য চেয়ারে বসে আছেন বর্তমান পুর প্রশাসনিক চেয়ারপার্সন সুকুমার হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস সহ তৃনমূলের একাধিক নেতারা।

এরপর তিনের পাতায়

ধর্মঘটের পথে ডেকরেটার্স শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ ডেকরেটার্স সমন্বয় সমিতির আহ্বানে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্য জুড়ে ডেকরেটার্স শিল্প ধর্মঘট হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় প্রচার শুরু হয়েছে। গত দুবছর ধরে করোনা কালে ডেকরেটার্স শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অনেক লেবার অন্য পেশায় চলে গেছে। ব্যবসা লাটে ওঠার মুখে। সংগঠনের পক্ষে যে সমস্ত দাবি করা হচ্ছে ডেকরেটর সহ লাইট, মাইক, ফুল, ক্যাটারিং শিল্পকে বাঁচাতে ৫০ জনের বিধিবদ্ধ নিমন্ত্রিতের তালিকা শিথিল করতে হবে। এমএসএনই দফতরের মাধ্যমে স্বল্প সুদে দুঃস্থ ডেকরেটরদের অনুদান ভিত্তিক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি দফতরে ডেকরেটরদের কাজ সিভিল কনট্রাকটরদের দেওয়া চলবে না। ডেকরেটর শিল্পের উপর আরোপিত অতি উচ্চ হারে ১৮ শতাংশ জিএসটির পরিবর্তে ৫ শতাংশ করতে হবে।

মাইক এবং লাইট ব্যবসায়িক বন্ধুদের অযথা পুলিশী হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

এই সমস্ত দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্য ব্যাপী ধর্মঘট সফল করার জন্য সর্বস্তরের ডেকরেটর বন্ধুদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ডেকরেটর সমন্বয় সমিতির পক্ষে। অটোতে প্রচার হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রুরাল ডেকরেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক মিত্র জানালেন, গত দুবছর ধরে করোনা কালে আমাদের ব্যবসা লাটে ওঠার মুখে। বিবাহ সহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে পঞ্চাশজনের নিমন্ত্রণ চিঠির ফলে আমাদের কোনও কাজ নেই। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত লেবাররা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। তাছাড়া উৎসব অনুষ্ঠান যাত্রা–নাটক–ফাংশন বন্ধ হওয়ার কারণে আমরা খুবই অসহায় অবস্থায় আছি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে ডেপুটেশন দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর একদিনের প্রতিকী ধর্মঘট করছি। আমরা পুজোর বিপক্ষে নয়, পুজোয় কাজ করব। তবে পরবর্তী সময়ে সরকার যদি ডেকরেটার্স শিল্প নিয়ে সদর্থক কোনও ভূমিকা না নেয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। প্রয়োজনে নবান্নে অভিযানও হবে।

টোল গড়তে উদ্যোগী ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে টোল নির্মাণ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বেদ–পুরান প্রশিক্ষণ দেওয়াতে উদ্যোগী হয়েছে ২০১৬ সালে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট। অভিযান শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে। গত ১৬ ভাদ্র বা ২ সেপ্টেম্বর থেকে ক্যানিং মহকুমার চারটি ব্লকের পুরোহিতদের নিয়ে ড. সবুজ ব্যানার্জী ও দীনেশ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে বাসন্তীর সোনাখালির রাধাগোবিন্দ মন্দিরে শুরু হয়েছে দুর্গা পুজোর প্রশিক্ষণ। আগামী ২ আশ্বিন বা ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু

হবে গোসাবার ছোট মোল্লাখালি বাজারের পাশে আয়লা ফ্লাড সেন্টারে। ট্রাস্টের সভাপতি গোবিন্দ চক্রবর্তী, ব্লক সম্পাদক ভগীরথ মুখার্জী, কোষাধ্যক্ষ নিমাই ব্যানার্জী ও কুমিরমারি অঞ্চল সম্পাদক সুব্রত ঘোষাল জানালেন, এই ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ১৮ বছরের আগে কন্যা বিবাহ রোধ করা, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ, অসহায় কন্যাদের গণবিবাহ ও অসহায় পুরোহিত সন্তানদের গণ উপনয়ণ, পুরোহিতদের পরিচয়পত্র প্রদান, সমস্ত মন্দিরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রবীণ ব্যক্তিদের একত্রিত করে গীতা–ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শিক্ষকরা চাইলেন 'ভিক্ষা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি বিদ্যালয়ে স্কুল শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে এনএসকিউএফ (ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক) শিক্ষক–শিক্ষিকারা অভিনব ভাবে বাটি হাতে ভিক্ষা করে ক্ষোভ জানালেন। রবিবার শিক্ষক দিবসের দুপুরে হাওড়া স্টেশনের সাবওয়ে উপরে তারা পথচলতি মানুষের কাছে 'ভিক্ষা' চেয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান। স্থায়ী করণের পাশাপাশি বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদেও সামিল হন সংগঠনের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ল্যাব কর্মীরা। বেতন না পাওয়া, স্থায়ীকরণের দাবি, বদলির প্রতিবাদে একাধিকবার সোচ্চার হয়েছেন কারিগরি শিক্ষকদের এই

সংগঠনটি। এমনকি তারা কারিগরি দফতরের মন্ত্রী হুমায়ুন কবীরকে এ বিষয়ে সবিস্তারে চিঠি দিয়ে জানানো হয়। এছাড়া সেচ ও জলপথ মন্ত্রী অধ্যাপক সৌমেন মহাপাত্র ও মানস ভুঁইঞাকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন করেন। ২০১৮ সালে এজেন্সি মারফত সরকারি স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কারিগরি (বৃত্তিমূলক) শিক্ষক–শিক্ষিকা নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। রীতিমতো উচ্চ শিক্ষিত প্রায় দু'হাজার জনকে মাকর্স ভিত্তিতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য নিয়োগ করা হয়। তবে অস্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়।

এরপর তিনের পাতায়

স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে অন্তরালে থেকে গেল

শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন

পাঁচুগোপাল মাজী : স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে এসে আজ খুব মনে পড়ছে সেই মহান বিপ্লবী শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন ও বুড়ুলের কথা। আজ প্রায় শতবর্ষ আগে মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের মধ্যমণি অনুরূপ চন্দ্র, সুদূর চট্টগ্রাম থেকে দলেরই নির্দেশে তৎকালীন চব্বিশ পরগনার বজবজ থানার বুড়ুলের মতো একটি গন্ডগ্রামে এসেছিলেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শিক্ষকতার অন্তরালে থেকে স্কুলের ছাত্রদের ও স্থানীয় যুবকদের স্বাদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, বিপ্লবী দল গঠন করে, যে আগুন তিনি জ্বেলে দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয়। একদিকে সমাজ চেতনা গড়ে তুলতে গ্রামে যেমন পল্লী হিতৈষিণী সমিতি গড়েছিলেন তেমন নদীতীরবর্তী গোপন আস্তানায় লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষা দিয়ে তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রশিষ্যদের দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার যোগ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে প্রভাস চন্দ্র রায়, মুরারীশরণ চক্রবর্তী, যতীশচন্দ্র রায়, সুরেশ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নেতাজি

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলিপুর জেলে এঁদের কারও কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও হয়েছিল। বুড়ুল গ্রামে থেকে অনুরূপ চন্দ্রের আরও যে সব কাজ করার ছিল সেগুলি হল– কলকাতার সাথী বিপ্লবীদের কাছ থেকে ও বজবজের জাহাজঘাটা থেকে সংগৃহীত আগ্নেয়াস্ত্রগুলি গোপন ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা। প্রয়োজনে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী বন্ধুদের আশ্রয় দেওয়া এবং মায়াপুরের তোপখানা থেকে বারুদ লুঠ করা (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হওয়ায় এটি বাস্তবায়িত করা যায়নি)। এই সব কারণে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, জলু সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতি বহু বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল এই বুড়ুল গ্রামে। নলদাড়ী খেয়াঘাট, ফলতার রেলপথ ছিল এইসব বিপ্লবীদের গোপন যাতায়াতের পথ। প্রসঙ্গত ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর, ওই বুড়ুলের কাছাকাছি মায়াপুর গ্রামের নদীতীরের একটি স্থানে। বজবজ কেল্লা দখলের উদ্দেশ্যে পলাশী যুদ্ধের খলনায়ক লর্ড ক্লাইভ সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাংলার মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলেন।

এরপর তিনের পাতায়

স্মৃতি সৌধ কোমাগাটা মারু

কুনাল মালিক : স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে সবার অন্তরালে রয়ে গেল বজবজের ঐতিহাসিক শহিদ স্মারক কোমাগাটা মারু। ১৯১৪ সালে কানাডা থেকে বিতাড়িত ৩৭৬জন শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে বাবা গুরজিৎ সিং বজবজে আসেন ২৯ সেপ্টেম্বর। যে জাহাজে তাঁরা এসেছিলেন সেই জাহাজটির নাম ছিল কোমাগাটা মারু। তাঁরা সড়ক পথে কলকাতা অভিমুখে রওনা হবার সময় বজবজ পুরনো রেল স্টেশনের কাছে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার ইস্ট উডের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে শিখদের ওপর। পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন মারা যান। বাবা গুরজিৎ সিং কয়েকজনকে নিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করেন। পরবর্তী সময়ে ওই ঘটনায় নিহতদের

শহিদের স্বীকৃতি দেয় কেন্দ্র সরকার। ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বজবজে কোমাগাটা মারু শহিদ স্মারক উদ্বোধন করেন। বজবজ স্টেশনের নামও পরিবর্তন করে রাখা হয় কোমাগাটা মারু বজবজ। ১৯১৬ সালে যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে কানাডা যাবার আমন্ত্রণ আসে তখন তিনি কোমাগাটা মারুর ঘটনার জন্য তা প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে পঞ্জাবে ১৯১৯ সালে যে জালিয়ানওয়াল বাগের ঘটনা ঘটেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে ঐতিহাসিক সৌধ গড়ে তোলা হয়। যেটিকে জাতীয় সৌধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে এবার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে যথাযোগ্য মর্যাদায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমে উদযাপিত হল।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা:৫৫বর্ষ, ৪৬সংখ্যা, ১১সেপ্টেম্বর–১৭সেপ্টেম্বর, ২০২১

মানসিক স্বাস্থ্যে নজর প্রয়োজন

সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে সারা বিশ্বের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আত্মহত্যার হার ১৭ শতাংশ। এ বিষয়ে সরকারি স্তরে নতুন ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন আছে। সারা দেশের মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সিকিম রাজ্যে এবং পরিসংখ্যানে এও জানা যাচ্ছে ১৮ থেকে ২৯ বয়সের ছেলে মেয়েরাই বেশি পরিমানে আত্মহত্যা করছে। ধর্মীয় বিচারে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সমাজতত্ত্ববিদরা এই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই ভাববেন। করোনা মহামারীর আবহে মানুষের সার্বিক আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির অবনমন ঘটেছে। একদিকে কর্ম সংস্থানের অভাব, জীবন জীবিকার অভাব একশ্রেণির মানুষের বেঁচে থাকার চাহিদাকে কমিয়ে দিয়েছে। মানসিক শক্তি সবার ক্ষেত্রে সমান নয় এবং এটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন যুদ্ধে 'হেরে যাওয়ার' বিকল্প কখনোই আত্মহত্যা হতে পারে না। মঙ্গলকামী রাষ্ট্রে মানব সম্পদের এমন নির্দয় অপচয় শুধু দুঃখজনক কিংবা লজ্জাজনক নয় আগামীর জন্য আশঙ্কাজনকও বটে। দেশের যৌবন শক্তির একটা অংশের হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না। দেশে অভাব আছে সেই অভাবকে জয় করবার জন্য জীবনযুদ্ধের লড়াই করবার মানসিকতা যাতে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে মানব সম্পদ দফতর নিশ্চয়ই উদ্যোগী হবে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে আত্মহত্যাকারীদের ২০ শতাংশ গৃহবধূ। নারী নির্যাতনের এই ভয়াল রূপ একমাত্র কঠোর আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। দেশের অগণিত মনস্তত্ত্ববিদ এবং বিশেষজ্ঞ বহু মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় জানা যায় আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি। পাঠ্য পুস্তকে সেই সমস্ত বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যা মানসিক স্বাস্থ্যকে সুগঠিত করতে পারে। জীবন চলার পথে নানা ওঠাপড়া থাকতেই পারে সেই ওঠাপড়াকে যাতে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখে এ যুগের ছেলেমেয়েরা সে বিষয়ে শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিকরা অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন। গণ মাধ্যমের ভূমিকাও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। গণ মাধ্যমে আত্মহত্যার ঘটনাকে 'গৌরবান্বিত' করার প্রবণতা কমাতে হবে। চলচিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীদের অকাল প্রয়াণ নিশ্চয়ই খুবই দুঃখজনক। একে গণ মাধ্যমে গৌরবান্বিত করা ঠিক নয়।

নানা ধরনের কম্পিউটার গেম ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের মনে হিংসা ও স্বার্থপরতার বীজ বুনে দিচ্ছে। তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সামনে আসা প্রয়োজন। বহু ক্ষেত্রে অতি তুচ্ছ কারণে অভিভাবক ও পরিজনের ওপর অভিমানবশত হঠকারি পথে আত্মহত্যা করে বসে। জীবনে লড়াই করার শিক্ষা এবং মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যাপারে অভিভাবকদের পাশাপাশি শিক্ষক সমাজেরও দায়িত্ব রয়ে যায়। সারা দেশে সাম্প্রতিককালের এই আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে এখনও পর্যন্ত কোনও সদর্থক ভূমিকা লক্ষ্য করা না গেলেও আগামী দিনে এ বিষয়ে সচেতন না হলে বহু পরিবার থেকে অকালে অনেক প্রাণ ঝড়ে যাবে। যুব সমাজের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে কর্ম সংস্থানের বিকল্প নেই। সঠিক কর্ম সংস্থান আত্মহত্যার প্রবণতাকে অনেকটাই কমিয়ে দেবে মূলত অর্থনৈতিক অভাবের তাড়নায় সৃষ্টি হয় মান অভিমান ও গার্হস্থ হিংসার ঘটনা।

ধর্মীয় প্রায় সকল শাস্ত্রেই আত্মহত্যাকে পাপ বলা হচ্ছে। মান-সম্মান ও চক্ষু লজ্জার ভয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে যাবার মানসিকতা জয় করবার জন্য যে মূল্যবোধের শিক্ষা, যে আত্মশক্তির শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন তা দেশের মহামানবদের জীবনীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ নেতাজির জীবনের মধ্যে হার না মানার চেতনা ও আদর্শ লুকিয়ে রয়েছে। সেই চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য সর্বস্তরের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। আগামী দিনে নতুন ভারত আত্মহত্যা মুক্ত হোক এ ভাবনা সমাজতত্ত্ববিদদের পাশাপাশি শাসক ও বিরোধী রাজনীতিকদের ভাবনায় আসা প্রয়োজন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায়, কিন্তু সকল উপনিষদের সারাংশ ভগবদ্গীতা প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করায়। ভগবদ্গীতায় অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে শ্রবণের দ্বারা মন ক্রমশ সমস্ত কলুষিত বিষয় থেকে নির্মল হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে– 'ভগবানের ক্রিয়াকলাপ শ্রবণের দ্বারাই ভক্ত তাঁর দিকে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এভাবেই প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, ভগবান ভক্তকে উপযোগী নির্দেশাবলী দান করে তাঁকে সহায়তা করেন।'' ভগবদ্গীতায়ও (১০/১০) এটি প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভগবানের অন্তরের নির্দেশ রজ ও তমোগুণ জাত কলুষতা থেকে ভক্তের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। অভক্তেরা রজ ও তমোগুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রজোগুণ আচ্ছন্ন ব্যক্তি জাগতিক কামনা–বাসনা থেকে অনাসক্ত হতে পারে না এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি সে কে এবং ভগবান কে জানতে পারে না। এভবেই ধার্মিক ব্যক্তির ভূমিকায় যতই সে অভিনয় করুক না কেন, রজ গুণ এবং তম গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই আত্ম–উপলব্ধি লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ভক্তের ক্ষেত্রে, ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের তম ও রজোগুণে দূরীভূত হয় এভাবেই ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হন, যা যথার্থ ব্রাহ্মণের লক্ষণ। প্রত্যেকে এবং

বিশেষ বার্তা

কি অসাধারণ আশীর্বাদ!

বাড়াবাড়িতে সামিল হন, সতর্কও থাকুন

পার্থসারথি গুহ : বছরের মাঝামাঝি থেকে যেভাবে বাজার 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতার গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে।

হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২২ কিংবা ২০২৩–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধা। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের

ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

কবি সাহিত্যিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ১৩৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিক্ষক দিবসের দুপুরে শিয়ালদহ সূর্য সেন স্ট্রিটে জয়কৃষ্ণ মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে এক কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই ভিড় উপচে পড়া কবিতার উৎসবে ৮০ জন কবি সাহিত্যিকরা অংশ নিয়েছিলেন। সকলেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এসেছিলেন সুদূর মালদহের ২৫ বছরের তরুণ কবি ভরত মণ্ডল। কাটোয়ার বর্ষীয়ান কবি পিনাকী চরণ দে, বৈঁচির ধীরেন্দ্রনাথ রায়, হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুন্দরবন এলাকার ভাগাধর বৈদ্য, বর্ধমান দেবীপুরের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তর দিনাজপুরের আভা সরকার, পুরুলিয়া থেকে জয়ন্ত পরামানিক। প্রত্যেক কবি শিল্পীকে স্মারক দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি 'অরুণ আলোয়' শিশুদের সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদিকা অরুণা রায় মজুমদার বলেন, শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। শিশুরা হল আগামী সমাজের রূপকার। তাদের জীবন যেন অকালে ঝরে না পড়ে। আগামী দিনে শিশু বই এবং তাদের বই পড়ার অভ্যাস দুটোরই কদর দিনকে দিন এগিয়ে নিয়ে যাবে। অসংখ্য কবিদের কবিতা পাঠের কঠিন গুরু দায়িত্বে বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন বঙ্গ রাজ্য সাহিত্য সংস্কৃতির রাজ্য সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এদিন স্বরচিত কবিতা পাঠে প্রথম হন পুষ্পিতা চাটার্জী, দ্বিতীয় পত্রালী গুহ, তৃতীয় দিবেন্দু ব্যানার্জী। জুন মাসের গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম অঞ্জনা গুড়িয়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চৈতালী গুপ্ত, সুলেখা দত্ত। অনেকদিন পর মুক্ত আলো বাতাসের মুখ দেখতে পেয়ে স্বভাবতই প্রবীণ ও নবীন কবিরা খুব খুশি। একদিন করোনা মুক্ত পৃথিবী হবে। সেই আশায় দিন গুনছেন কবিরা।

নতুন সভাপতি

মলয় সুর : তৃণমূলে এক ব্যক্তি এক পদ চালু হল। বড় জেলাগুলিতে বিধানসভা ভিত্তিক তৈরি করা হয়। এই হুগলি জিলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী শ্রীরামপুর–হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের শিল্পাঞ্চলের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছেন। আগে ছিলেন শিক্ষক সমিতি সেলের সভাপতি। শুক্রবার দুপুরে মনোজবাবুর দফতরে তাঁকে চুঁচুড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস–প্রেসিডেন্ট বিপ্লব সরকার ও তৃণমূল যুব নেতা দীপঙ্কর শীল ফুলের তোড়া

দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মনোজবাবু বলেন, রাজ্যের ঐতিহাসিক শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম চটশিল্প। হুগলিতে দক্ষ শ্রমিক কর্মী তৈরির জন্য শ্রম দফতরের পক্ষ থেকে বেকারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া হবে। জুট মিলে অশান্তি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর একটা নির্দেশ সকলকে মনে রাখতে হবে। কোনও কারখানা বন্ধ করে নয়, চালু রেখেই সমস্যা সমাধান করতে হবে। তাতে দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে সমস্যা সমাধান করতে হবে।

সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়া বঙ্গভূমি সেবা সংঘের উদ্যোগে সকালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০ জন রক্তদাতা রক্ত দেন। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, চুঁচুড়া বিধানসভার বিধায়ক অসিত মজুমদার, হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার পুর প্রশাসক গৌরকান্ত মুখার্জী, সংঘের প্রধান কর্মকর্তারা সভাপতি সৌম্য চাটার্জী, সহ সভাপতি অলোক দাস, অলোক পাঠক, অরুণকুমার দে। সংস্থার পক্ষে স্পর্শ হাসপাতালের ডাঃ সুরজিৎ দত্তকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এপার এবং ওপার বাংলার কবি অনিন্দ্য বসু ধর ৭২ বার রক্তদান করেন। তাঁকে মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পথে গোর্খা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাহাড় ইস্যুকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। অগাস্ট মাসে বৈঠকের চিঠি আসার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনো চিঠি আসেনি। তাই দার্জিলিংয়ের সাংসদের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ তুলে পথে নামল অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগের ভারতী তামাং গোষ্ঠী। সোমবার সাংসদ রাজু বিস্তার কুশপুত্তলে জুতোর মালা পরিয়ে চেয়ারে বসিয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরল অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগের সদস্যরা।

পুলিশের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলপাইগুড়ি পুলিশের সাফল্য। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে তল্লাশি চালানোর সময় একটি গাড়িতে বেশ কিছু কুকুর ও বিড়ালের ছানা সহ চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গেছে গাড়িটি পঞ্জাব থেকে নাগাল্যান্ড যাচ্ছিল। তবে ছানাগুলির বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি গাড়ির চালক। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, ১৫ টি কুকুরের বাচ্চা ও ৮ টি বিড়ালের বাচ্চা একটি ছোট গাড়িতে পাওয়া গেছে। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গাড়ির চালক সহ সেগুলিকে আটক করা হয়েছে। কোর্ট থেকে অনুমতি নেওয়ার পর এই ছানাগুলোকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে দেখাশোনার জন্য তুলে দেওয়া হবে। উদ্ধার হওয়া ছানাগুলো বিদেশি এবং নামীদামী। তাদের মধ্যে রয়েছে ডোবারম্যান, গোল্ডেন রেড রিভার, রড হুইলার সহ বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর।

গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বি নাগরিকত্ব নথির অভিযোগে ভারত–নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেপ্তার যুবক। ধৃতের নাম রাহুল ছেত্রী (৩৫)। শিলিগুড়ি মহকুমার পানি ট্যাঙ্কি ভারত নেপাল সীমান্ত দিয়ে নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশের সময় এসএসবি সেই ব্যক্তিকে আটক ও তল্লাশি করে। ধৃতের কাছে থেকে নেপালের নাগরিকত্বের শংসাপত্র ছাড়াও ভারতীয় ভোটার কার্ড , ড্রাইভিং লাইসেন্স ও আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। খড়িবাড়ি পুলিশ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে খবর, নেপালের নাগরিকত্বে রাহুল কাটোয়াল।

টিকাকরণে জোর শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুজোর আগেই শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার সমস্ত মানুষদের করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার বিষয়ে জোর দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই কারণে এবার থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সমস্ত প্রাথমিক সেন্টার ও মাতৃসদনেও টিকাকরণ প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যেভাবে টিকা দেওয়া হচ্ছে সেটাও চালু থাকবে। এদিকে মাঝে মধ্যেই করোনার টিকা নিতে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয় ও উপচে পড়া ভিড়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। সেই সমস্ত এড়িয়ে করোনার টিকা যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে মানুষ নিতে পারে সে কারনে কুপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

তিনদিন আগে পুরনিগমের ৫ টি বোরো অফিস ও হেল্থ সেন্টার গুলো থেকে সাধারণ মানুষ কুপন সংগ্রহ করতে পারবেন বলে তিনি জানান। করোনার দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টা আগে ভয়েস মেসেজ বা মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে সেন্টারগুলোর নামও। এছাড়া ১৮ বছরের ওপরে যাদের বয়েস তাদেরও টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জনবহুল এলাকা যেমন বাজার, হাট এলাকায় দুটো মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমেও

টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এভাবে দ্রুত টিকাকরণ করার জন্য আরও স্বাস্থ্য কর্মীর প্রয়োজন বলে জানান তিনি। এই কারণে ১৫ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জন এই সপ্তাহ থেকেই কাজ শুরু করে দেবে। বাকিদের প্রশিক্ষণ শেষ হতেই তাদেরও কাজে লাগানো হবে। সোমবার জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে বৈঠক হয়। বৈঠকের পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব বিষয়গুলি জানান শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে শিলিগুড়ি কলেজের সকল ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করোনা ভাইরাসের টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল শিলিগুড়ি কলেজে, শিলিগুড়ি পুরসভার প্রধান প্রশাসক গৌতম দেব এবং রঞ্জন সরকার নিজেরা উপস্থিত থেকে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের টিকা প্রদান প্রত্যক্ষ করলেন। এদিন প্রায় তিনশো জন কলেজ ছাত্রছাত্রী টিকা দেন। পরে গৌতম দেব জানান মাত্র ২৫ শতাংশ টিকা দেওয়া হয়েছে, কলেজের এত ছাত্রছাত্রীদের একদিনে এত টিকা দেবার ব্যাবস্থা করা সম্ভব নয় কোনমতেই, তবে চিন্তা করবার কোন কারন নেই, সবাই টিকা পাবেন, আমরা আশা করছি আরো দুবারে টিকা দেওয়া সম্ভব হবে। এদিন সকাল নটা থেকেই শিলিগুড়ি কলেজে টিকা দেওয়া শুরু হয়, টিকা নিতে আসা ছাত্রছাত্রীদের লাইন ছিলো চোখে পড়বার মতন। তবে ছাত্রছাত্রীরা সবাই নিয়ম মেনে লাইনে দাড়িয়ে টিকা নেন।

নেশার ওষুধ সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়গাঁ এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণ নেশার জন্য ব্যবহারকারী ওষুধ সহ গ্রেপ্তার দু' জন। ধৃতদের বুধবার কোর্টে পাঠানো হয়। প্রচুর পরিমাণে নেশার জন্য ব্যবহারকারী ট্যাবলেট ও কাফসিরাপ সহ কালচিনি ব্লকের ভুটান সীমান্ত সহ জয়গাঁ ভুলন চৌপথি এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ।জয়গাঁ থানার ওসি পালদেন শেরপা জানান, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জয়গাঁ থানার পুলিশ গতকাল রাতে জয়গাঁ ভুলন চৌপথি এলাকায় প্রতিটি গাড়ি তল্লাশি করছিল। সেই সময় হাসিমারা থেকে জয়গাঁ গামী একটি অটো থেকে ২ জন যুবক দুই ব্যাগ ভর্তি জিনিস নিয়ে পুলিশের সন্দেহ হলে পুলিশ ওই ২ যুবককে ধরে ফেলে। তাদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ১৭০ পাতা নেশার জন্য ব্যবহারকারী ট্যাবলেট ও ১০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ধৃতদের আজ কোর্টে তোলা হয়।

তিরোধান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাগুড়ির টেকাটুলীতে সাড়ম্বরে পালিত হলো মনীষী রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৮৬ তম তিরোধান দিবস। কামতপুরী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে এদিন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রথমে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর চলে রক্তদান শিবির। প্রথম রক্তদান করেন প্রাক্তন কেএলও জয়দেব রায় ওরফে টম অধিকারী। এরপর শোভাযাত্রা করে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের হলুদ গামছা, পান সুপারি দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর একে একে মনীষীর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অন্যদিকে ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে ও ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মরে পালিত হয় মনীষী রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৮৬তম তিরোধান দিবস।

শুধু মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু মাছ পাওয়া যাবে। কলকাতার পরে শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় এই রেষ্টুরেন্ট খোলা হল। এই রেষ্টুরেন্টে পাওয়া যাবে মাছের নানান ধরনের রকমারি পদ। থাকবে মাছের চপ থেকে আরম্ভ করে মাছের বিরিয়ানী পর্যন্ত। এই রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন করলেন গৌতম দেব। তিনি জানান এই রকমের রেষ্টুরেন্টের দরকার আছে, আমি খুব আনন্দিত এই ধরনের রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন করে।

পাহাড়ে নতুন দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাহাড়ের রাজনীতিতে ফের নয়া সমীকরণ। নতুন দল গড়ছেন দলত্যাগী জিএনএলএফ নেতা অজয় এডওয়ার্ডস। দিল্লি থেকে ফিরে পাহাড়ে ওঠার পথে রোহিণীতে তিনি সাফ জানান, নতুন দল গড়বেন তিনি। তবে যথা সময়ে। আপাতত পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলবেন। তারপরই নয়া মঞ্চের অভিষেক হবে। অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন না। পাহাড়বাসীর উন্নয়ন এবং দাবি মেটানোই হবে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই পা ফেলবেন তিনি। দীর্ঘদিনের জিএনএলএফ নেতা অজয় এডওয়ার্ডস। দলীয় সভাপতি সুভাষ পুত্র মনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজয়। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মনকেই মানতেন তিনি। মন ঘিসিংয়ের নির্দেশিত পথেই চলতেন। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী পদ নিয়ে দূরত্ব তৈরি হয় দুই বন্ধুর মধ্যে। দল ছাড়ার মধ্য দিয়ে একটা সম্পর্কেরও অবসান হল। এখন আমার সব হলেন পাহাড়ের বাসিন্দারা। ওদের কথা শুনবো। কথা ঘোষণা করেছেন। ক্রমেই পাহাড়ে বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। নতুন দল গড়লেও অনীত থাপার পাশেই থাকবেন এডওয়ার্ড বলে সূত্রের খবর। যদিও তা স্বীকার করেননি অজয় নিজেও।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার পাহাড়ে (দার্জিলিং) আরও একটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হচ্ছে। নয়া দল অনীত থাপার কার্যত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ২ নতুন নামে! বিনয় তামাং দল ছাড়ার পর থেকেই আলাদা দল গড়ার দাবিতে সরব হন অনীতপন্থীরা। দু'মাসের ব্যবধানে নতুন দল গঠন অনীত থাপার।কে হবেন নতুন দলের নেতৃত্বে? সূত্রের খবর, দলের সম্ভাব্য সভাপতি অমর লামা। একদা গুরুং ঘনিষ্ঠ অমর লামা পরবর্তীতে যোগ দেন হরকা বাহাদুর ছেত্রীর জন আন্দোলন পার্টিতে। ফিরছেন অনীত শিবিরে। সাধারণ সম্পাদক থাকছেন অনীত থাপা নিজেই। কমিটিতে কেশবরাজ পোখরেল, অমৃত ইয়ংজোন, বিধায়ক রুদেন লেপচা–সহ অনীত শিবিরের প্রথম সারির প্রায় সব নেতা, নেত্রীই।

কাজ করবো। বলেন অজয়। মাস খানেক দার্জিলিংয়ের বাইরেই ছিলেন। রবিবারই ফিরেছেন। রোহিণীতে তাঁকে সংবর্ধনা জানান অনুগামীরা। দার্জিলিং শহরেও বরণ করে নেওয়া হয়। জিএনএলএফের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের ইতি হল এদিন। দিন কয়েক আগেই ভিডিও বার্তায় দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। পাহাড়ে ফিরে পদত্যাগ পত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও রবিবার জানান, তিনি আর পদত্যাগপত্র পাঠাবেন না। কেন না তাঁর দল ছাড়ার ঘোষণাকে জিএনএলএফ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। এবার লক্ষ্য নতুন দল গঠন। দলের দার্জিলিং শাখার সভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর ঘোষণার পরই অজয় অনুগামীরা জিএনএলএফ থেকে একে একে পদত্যাগ করেছেন। বড়সড় ভাঙন হয়েছে। অনীত থাপার নতুন দলের অভিষেক হবে ৯ সেপ্টেম্বর। এবারে এডওয়ার্ডসের নতুন দল। বিনয় তামাংও আলাদা মঞ্চ গড়ার সঙ্গে কিছু চমকও থাকবে বলেই সূত্রের খবর। বিরোধী শিবির থেকে বেশ কিছু নেতা, নেত্রী কাল যোগ দিতে পারেন অনীতের নতুন দলে। কাল নতুন দলের অভিষেক মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পাহাড়, ডুয়ার্সের বিশিষ্ট জনেদের। থাকবেন কবি, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়–সহ বিভিন্ন ইভেন্টের সেরারা। মূলত পাহাড়কে নতুনভাবে গড়তে চান অনীত থাপা। দলের স্লোগান, 'নতুন ভাবনা, নতুন বিকাশ'। এক নয়া চ্যালেঞ্জও। বৃহস্পতিবারই নতুন দলের নাম ও প্রতীক ঘোষণা করার কথা অনীতের। তার আগে আমাদের হাতে চলে এসেছে অনীতের নতুন দলের প্রতীক সম্বলিত পতাকা। অনীত থাপার নতুন দলের নাম 'ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। আগামিকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা। দলের প্রতীকে থাকছে বরফে মোড়া পাহাড়, সবুজে ঘেরা চা বাগান, সূর্য এবং খুকরি। পতাকার রঙ হচ্ছে হলুদ, ঘেয়া এবং লাল।

চালু হল ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলের জন্য সরকারিভাবে চালু হল ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স। মঙ্গলবার সকালে গোসাবার জেটিঘাটে ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্সের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক আজহার জিয়া, বিধায়ক সওকত মোল্লা, পরেশরাম দাস, বিভাস সরদার, গণেশ মন্ডল, ক্যানিংয়ের, গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র সহ অন্যান্যরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় গোসাবা বিডিও জেটিঘাটে উদ্বোধন হল ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্সের। গোসাবা ব্লকের বেশির ভাগ দ্বীপ গুলি জলপথের উপর একমাত্র ভরসা। ফলে গুরুত্বপূর্ণ রোগীকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং কিংবা কলকাতায় নিয়ে যেতে গেলে বিভিন্ন সমস্যা হত। ফলে এই ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্সের মাধ্যমে গোসাবার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে স্বাস্থ্য পরিষেবায়। তিনি আরও বলেন, গোসাবা থেকে কোভিড মুক্ত করতে পেরেছে রাজ্য সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায়। সজনেখালি ও ঝড়খালি ইকো টুরিজম কে আরও আধুনিকীকরণ করা হবে। এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন গঙ্গাখালি গোসাবা সংযোগস্থল বিদ্যাধরী নদীর উপর ব্রিজ তৈরির কাজ খুব শীঘ্রই হবে।

চলে গেলেন পাঁচ টাকার ডাক্তার

দেবাশিস রায়: পাঁচ টাকার ডাক্তার। বড়ো আদরের এই নামেই ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে একডাকে চিনতে পারে কালনার লক্ষাধিক মানুষ। জনপ্রিয় এই চিকিৎসক তথা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বামনেতা অসংখ্য মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে। করোনায় আক্রান্ত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর শনিবার সকালে মৃত্যু হয় কলকাতার বেসরকারি একটি হাসপাতালে । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য গৌরাঙ্গ গোস্বামী পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। সুচিকিৎসা ও জনসেবার নিরিখে গরিব মানুষের কাছে ডাক্তারবাবু ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি মাত্র পাঁচ টাকা ফিজ নিয়ে আজীবন মানুষের সেবা করে গেছেন। সেকারণে একসময় সকলের কাছেই তিনি পাঁচ টাকার ডাক্তার রূপে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অত্যন্ত মেধাবী গৌরাঙ্গ গোস্বামী ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার সময়ই বাম রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর একসময় সিপিএমের সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ব করার পর প্রিয় শহর কালনায় ফিরে এসে গৌরাঙ্গ গোস্বামী রোগী দেখার পাশাপাশি জনসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সুমধুর ব্যবহার ও কর্মতৎপরতা জেলার রাজনীতিতে মাঝেমধ্যেই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠত। তিনি মোট ছয়বার কালনা পুরসভার কাউন্সিলর ও দু'বার পুর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমনকি, ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল দাপটের মধ্যেও তিনি বামবিরোধী রাজনীতির দুর্ভেদ্য এক দুর্গ জয় করে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসলে ডাক্তারবাবু সিপিএমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা হলেও তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার রাজনীতির অনেক উর্ধে। আক্ষরিক অর্থে একজন জননেতা। সেকারণেই এদিন সকালে যখন শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুর মৃত্যু সংবাদ কালনায় এসে পৌঁছয় তখন অসংখ্য মানুষ আর চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। সর্বত্র যেন এক শোকস্তব্ধ পরিবেশ। কালনা শহর ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা এদিন ছিল শুধুই গৌরাঙ্গময়।

সন্তানকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ১৫ দিনের শিশু সন্তান কে গলা টিপে খুন করার অভিযোগ উঠলো মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত উত্তর তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অমর সংঘ ক্লাবের সন্নিকটের খালপাড় এলাকায়। স্থানীয় মহিলা সমিতির সদস্যা রুপালী মন্ডল, চন্দ্রিমা চক্রবর্তী, বীনা নস্কর, শোভা নস্কর, নীলিমা মন্ডল, পার্বতী চক্রবর্তী খবর পেয়ে শিশু ও তার মাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই শিশু।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় বছর দুই আগে কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার রাণী মন্ডলর বিয়ে হয় উত্তর তালদির খালপাড়ের উত্তম মন্ডলের সাথে। গত ১৫ দিন আগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে দম্পতির প্রথম এক পুত্র সন্তান হয়। অভিযোগ মঙ্গলবার রাতে ওই গৃহবধূ তার শিশু সন্তান কে কিছু খেতে দিচ্ছিল না। এমনটা জানতে পারেন ওই গৃহবধূর শাশুড়ি আরতি মন্ডল। কেন খেতে দিচ্ছে না বুধবার সকালে বৌমার কাছে জানতে চাইলে শাশুড়িকে মারধর করে বৌমা। পাশাপাশি শিশুকে খামচিয়ে মেরে দিতে উদ্যত হয় বলে অভিযোগ। এরপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা স্থানীয় মহিলা সমিতির মহিলাদের খবর দিলে তারা মা ও শিশু কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই শিশু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যদিকে মহিলা সমিতির মহিলারা ওই গৃহবধূকে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে জানিয়েছেন সম্ভবত ওই গৃহবধূ মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন। তা না হলে কেউ নিজের সন্তান কে মেরে ফেলতে চাইবে না।

অন্যদিকে গৃহবধূর রাণী মন্ডলের দাবী আমার শাশুড়ি গুণীনের কাছ থেকে মাদুলি এনে আমার সন্তানকে দিতে চাইছিল। আমি নিষেধ করতে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। আমি আমার সন্তানকে কেন মারবো।'

যদিও বুধবার রাত পর্যন্ত ক্যানিং থানায় কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে শিশু ও তার মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

শিক্ষকরা

প্রথম পাতার পর

একবছর ধরে পুর্ননবীকরণ করা হয়। যা শেষ হচ্ছে চলতি মাসে। আর পুর্ননবীকরণ করা হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাকি কারোর তিনমাস তো কারোর ছ'মাস। এজেন্সি মারফত এদের বেতন দেওয়া হয়। এই সকল শিক্ষকদের প্রতি কোনও দায়িত্ব পালন করে না রাজ্য সরকার। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের অভিজিৎ হাঁসদা বলেন, সামান্য ৭ হাজার টাকার বেতনে কাজ করি। তাতেও যেখানে সেখানে বদলি প্রায় ৬০/৭০ মাইল দূরের স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। লকডাউনে স্কুল বন্ধ থাকলেও অনলাইনে তাঁদের ক্লাস নিতে হয়েছে। তারপরও তারা বেশ কয়েকমাস বেতন পাননি।

দিশারী 'হাসপাতাল ট্রেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইমপেক্ট ইন্ডিয়া'র 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস' পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল ট্রেন ২২ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হয়ে গেলো চিনপাই উচ্চবিদ্যালয়ে। 'লাইফলাইন এক্সপ্রেস' 'হাসপাতাল ট্রেন' নামে পরিচিত। চোখ,কান,দাঁত,ঠোঁট,মুখ চিকিৎসা সহ ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার টেস্ট ছিলো ক্লিনিক্যালের কার্যক্রমে। সার্জারিও করা হয়। আটকামরার 'হাসপাতাল ট্রেনে' ছিলো বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা ছিলো চিনপাই স্টেশনে। রেল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যৌথ সহযোগিতায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে চালু হয় 'হাসপাতাল ট্রেন'। চিকিৎসা পরিষেবায় খুশি বীরভূম জেলার বাসিন্দারা।

থানার উদ্যোগে পাঠশালা

অভীক মিত্র: চন্দ্রপুর থানার ওসি কৌস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'শিক্ষক দিবসে'র দিন রবিবার থেকে 'রং পেন্সিল পাঠশালা'র পথচলা শুরু হলো চন্দ্রপুর থানা প্রাঙ্গনে। থানার পুলিশকর্মীরা প্রতিদিন সত্তরজন দুঃস্থ বাচ্চাকে পড়াবে বলে থানাসূত্রে জানা গিয়েছে। এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতন থানার ওসি থাকাকালীন দুঃস্থ বাচ্চাদের নিয়ে শান্তিনিকেতন থানায় এইরকম পাঠশালা শুরু করেছিলেন কৌস্তুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়।

বাগনানে শিক্ষক দিবস

সঞ্জয় চক্রবর্তী: হাওড়া বাগনান পনিত্রাস শরৎ মোড়ে 'তারারাণী মজুমদার স্মৃতি শিক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে পালিত হল শিক্ষক দিবস। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অম্লান সাঁতরা (লোকসংস্কৃতিক গবেষক) কমল বন্দ্যোপাধ্যায় (দেউল-গ্রাম H.M.B.K বিদ্যালয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক) সংস্থার কর্ণধার সীতেশ মজুমদার প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের উপর আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন ও তাদের আধ্যাত্মবাদের উপর আলোচনা করা হয়।

সংস্থার কর্ণধার সীতেশ মজুমদার ছাত্র-ছাত্রীদের উপহার সামগ্রী তুলে দেন। এদিন ছাত্র -ছাত্রীরাও তাদের শিক্ষকদের হাতে উপহার তুলে দিয়ে শিক্ষকদের সম্মানিত করে। করোনা মহামারীর কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানে সুরক্ষা বিধি মেনে চলে বলেই সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি কম থাকলেও সকলের উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো।

অবৈধ বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ

কল্লোল গুহঠাকুরতা : গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম আর শাহকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের আদেশনামাটিকে বহাল রাখেন। প্রসঙ্গত নয়দায় অবস্থিত সুপারটেক ইমারাল কোর্ট এলাকায় নির্মিত এই দুটি সুউচ্চ চল্লিশ তলা ভবন দুটিতে সর্বমোট ৯১৫টি অ্যাপার্টমেন্ট এবং ২১টি বিপণন সংস্থার দোকান ঘর রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট প্রত্যেকটি অ্যাপার্টমেন্ট আর দোকান ঘরের মালিককে ১২% সুদে তাদের প্রদেয় টাকা সুপারটেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে ফেরত দিয়ে দিতে বলেছেন এবং সুপারটেক রেসিডেন্স অ্যাসোসিয়েশনকে দুকোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ৪ মাসের ভেতরে দিল্লির উপকণ্ঠে উত্তরপ্রদেশের নয়দায় অবস্থিত এই দুটি চল্লিশতলা বাড়ি অর্থাৎ টুইন টাওয়ারকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়ে এই দুটি টাওয়ারের অ্যাপার্টমেন্ট আর দোকানের মালিকদের এবং সুপারটেক রেসিডেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে এই ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গত এই দুটি টাওয়ারই জলাভূমি বুজিয়ে এবং কোনো রকম অনুমোদিত নক্সা অর্থাৎ স্যাংশন প্ল্যান ছাড়াই নির্মিত হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে সুপারটেকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানিয়েছেন যে তারা এই আদেশনামার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অচিরে একটি রিভিউ পিটিশন দাখিল করবেন। কারণ তার মতে সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি আইন মেনেই হয়েছে। বেআইনি কিছুই হয়নি।

স্মৃতি সৌধ

প্রথম পাতার পর

সেখানে বজবজের ঐতিহাসিক শহিদ সৌধ কোমাগাটা মারু সকলের অন্তরালে রয়ে গেল। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষও এ ব্যাপারে আক্ষেপ করছিলেন। তিনি বলেন, প্রতি বছর ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজে যে গুরুদোয়ার আছে তারা একটা অনুষ্ঠান করে। দিল্লির কোমাগাটা মারু মার্টাস মেমোরিয়াল কমিটির সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন, বজবজ পুরানো স্টেশনের কাছে একটি তিনতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। ওখানে মিউজিয়াম করা হবে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডেরও ব্যবস্থা হবে বলে শুনেছি। ট্রাস্টি কমিটির সম্পাদক বচ্চন সিং সরল বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও মানুষ জন সকলে সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছেন না। তিনিও স্বীকার করেন ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে ওই স্থলে কোনও অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, দুবছর ধরে শতবার্ষিকী তোরণ করার চেষ্টা করছি, বজবজ পুরসভা অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষজন তোরণ করতে সহযোগিতা করছে না। তিনি বলেন, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কোমাগাটা মারু স্মারক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান হবে।

ছাত্রের কাছে শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পানপুর শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ও ভাণ্ডারগাছা বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল 'ছাত্রের কাছে শিক্ষক'। প্রথমেই ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন ছাত্র, শিক্ষক ও উপস্থিত সকলে। কোভিড-১৯এর কারণে বহুদিন যাবৎ সম্পর্ক নেই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে, এর ফলে বহু ছাত্র বিদ্যালয়ের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এইরকম ১৫ জন ছাত্রকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রদীপ ঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'ছাত্রের কাছে শিক্ষক'। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রদের কাছে এসে তাদের সাথে খুব কাছ থেকে কথা বলে এবং ভালোবাসা দিয়ে তাদের কাছে টেনে নেয়। ছাত্রদের হাতে তুলে দেন খাতা, পেন ও গোলাপ ফুল। উপস্থিত ছিলেন পানপুর শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র পারাল, সহশিক্ষক শুভেন্দু ভোড়, সহশিক্ষিকা সুপর্ণা মল্লিক, শ্রীমা চক্রবর্তী, সুচিত্রা সোরেন, জয়িতা কাড়ার দাস, পূর্বাশা ভট্টাচার্য এবং এলাকার বিশিষ্ট প্রবীণ শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বরণ করে নেন বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীধর চ্যাটার্জী ও সম্পাদক প্রণয় ঘোষ, সদস্য শুভাশীষ পোয়ালী, সৌরভ পোয়ালী, আশীষ ঘোষ, অশোক ঘোষ, শিশির ঘোষ, দেবশঙ্কর কাউড়, বাসুদেব ধলে। শিক্ষক দিবসের প্রয়োজনীয়তা কথা তুলে ধরেন অপূর্ব ঘোষ। বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ঘোষকে উত্তরীয়, মানপত্র, মিষ্টান্ন দিয়ে সংবর্ধনা জানান শুভেন্দু ভোড় ও সুপর্ণা মল্লিক। এরপর ছাত্রদের কুইজ এর মাধ্যমে আনন্দ নিবেদন করা হয়। সর্বশেষে শ্যামপুকুর আস্থা ও নতুন স্বপ্নের উদ্যোগে এবং বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দুজন দৃষ্টিহীন ভাইয়ের হাতে মাসিক রেশন তুলে দেওয়া হয়। এইরকম একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য আশপাশের এলাকায় বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৫-তম বর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকারের কর্মসূচি অনুযায়ী ডায়মন্ড

হারবার নেহরু যুব কেন্দ্র কয়েকটি পর্যায়ে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান বা স্বাধীনতার দৌড় ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করে। ৪ সেপ্টেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কোভিড বিধি মেনে শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও যুবা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এদিন ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গণ থেকে লালবাটি রেলগেট পর্যন্ত দৌড় ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার দৌড়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগব্রতানন্দজী মহারাজ। নেহরু যুব কেন্দ্রের জেলা যুব সংযোজক অশোক কুমার সাহা স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এছাড়া এনআইএস কোচ কৌশিক ব্যানার্জী, ফুটবল কোচ শুভাশিস হালদার, কবাডি কোচ মোনালিসা বেরা ও নমামি গঙ্গে-র জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুজিত ভাণ্ডারী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ

প্রথম পাতার পর

এদিকে সমানেই বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং বিভিন্ন পাচার প্রক্রিয়া নিয়ে গোয়েন্দা দফতর উদ্বিগ্ন বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। অনুপ্রবেশ ও নারী পাচার প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতির সম্পাদক রণজিৎ দত্ত বলেন, 'কোভিড ভাইরাসকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে চলা লাগাতার লকডাউনের ফলে সর্বত্র এক ভয়ঙ্কর অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে। একারণে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশসহ উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যেমন নারী পাচার বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে বাল্য বিবাহসহ ঘরোয়া হিংসা বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স। আমাদের যেহেতু এইসব নিয়েই গোটা উত্তর চব্বিশ পরগণা জুড়ে কাজ, তাই এই বিষয়গুলো আমাদের নজরে পড়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পুলিশ জেলার এসপি রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমার তো কোনও সীমান্ত নেই। আর আমাদের নজরদারি জানতে হলে সীমান্তবর্তী পুলিশ জেলাগুলিতে খবর নিন।' বনগাঁ পুলিশ জেলার এসপি তরুণ হালদারকে একাধিকবার মোবাইলে ফোন করে না পাওয়া গেলেও এস ডি পিও অশোক বিক্রম দস্তিদার বলেন, 'উৎসবকে কেন্দ্র করে সীমান্তে পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট ভাল। তবে পাচার, চোরাচালান ইত্যাদি নেই। আর অনুপ্রবেশও নেই বললেই চলে। কারণ যা আছে তা ধর্তব্যে পড়ে না।' বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি যোগি থমাস বলেন, 'শুধু শারদোৎসব বলে নয়, সীমান্ত এলাকা সব সময়েই নজরদারিতে থাকে। ওখানে বিএসএফ আছে। ওরা এখন যথেষ্ট সক্রিয়। আর সীমান্ত এলাকায় পুলিশি তৎপরতা প্রশ্নাতীত। আমরা যেমন নাকা চেকিং করছি, তেমনই কড়া পেট্রোলিং-এর পাশাপাশি বিএসএফকে সব রকমভাবে সহযোগিতা করছি আমরা। অনুপ্রবেশ তো এখন প্রায় হচ্ছে না বলা চলে। তবু প্রতিদিনই কিছু না কিছু ধরপাকড় হচ্ছেই। সীমান্তবর্তী এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একটা প্রবণতা থাকে। তবে বিএসএফের সক্রিয়তা ও পুলিশি নজরদারিতে তা এখন নিয়ন্ত্রণে।'

চিরস্মরণীয়

প্রথম পাতার পর

এই স্থানেই পরে ইংরেজের বারুদখানা স্থাপিত হয়েছিল যা অনুরূপ সেন ও সাথীদের লুণ্ঠনের লক্ষ্যস্থল ছিল।

অনুরূপ চন্দ্র বুড়ুলে এসেছিলেন ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে ব্রিটিশদের পুলিশ গ্রেপ্তার করা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছরে তাঁর শিক্ষকতার আড়ালে গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এমনই ছিল নাকি তা ব্রিটিশের কাছে সাংঘাতিক গণ্য হয়েছিল। বোধহয় সেই কারণে বন্দিদশায় বিনা চিকিৎসা ও বিনা পথ্যে তাঁকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৮ সালে ৩ এপ্রিল, কাশীর এক আশ্রমে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তার দেহান্ত হয়। সে বড় করুণ ও মর্ম পীড়াদায়ক।

আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষ পূর্তিতে সারা দেশের আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি অনুরূপ সেনের মতো বিপ্লবী শহিদদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম অবশ্যই থাকবে এইটুকু চাওয়ার।

লায়ন্স ক্লাবের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাব গত ৫ সেপ্টেম্বর আয়োজন করেছিল শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান।

ডঃ সর্বপল্লীর রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ক্লাবের চেয়ারম্যান কাজল দত্ত বলেন, কোভিড পরিস্থিতিতে ছোটো করে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষককে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্লাবের চেয়ার পার্সন ও বুড়ুল হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় রায়, সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলেন। লায়ন্স গণেশ পাল বলেন, পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের তুলে ধরতে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। ক্লাব সদস্য অশোক দাস ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে আলোপাত করেন। শিক্ষকরা সংবর্ধিত হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ক্রীড়া পরিষদের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরে

শিক্ষক দিবস পালিত হল। একই ভাবে অনুষ্ঠিত হল অ্যাথলেটিক্সের ওপর অনাবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির। অনুষ্ঠানে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক অরুন্ধতী মৈত্র, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের যুগ্ম আহ্বায়ক অজিত কুমার নায়েক, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রকাশ চন্দ্র মণ্ডল, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ, কামরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সামাদ খান প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর হেমন্ত বসু, বর্ষীয়ান সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ প্রমুখ। ক্রীড়া বিভাগের সাথে ওতপ্রোতোভাবে মিশে থাকা ৪৩ জন প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রাক্তন রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের যুগ্ম সম্পাদক অমিতাভ বসু প্রমুখ উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন। অ্যাথলেটিক্সের অনাবাসিক শিবিরে ৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশাসনিক ঘরে দলীয় মিটিং

প্রথম পাতার পর

গত বছর মে মাসে এই পুরসভার মেয়াদকাল শেষ হয়। কোভিড সময়কালে ভোট করানো সম্ভব নয় বলে পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান কংগ্রেসের সুজিত সরখেলকে পুর প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারপার্সন করে চার জনের একটি কমিটি তৈরি করে দেয় রাজ্য পুর দপ্তর থেকে। কিন্তু গত মাসের ১৭ আগস্ট থেকে আচমকা সুজিত সরখেলকে সরিয়ে দেওয়া হয় কোন কারন ছাড়াই।আর সেই জায়গায় আনা হয় তৃনমূলের এক দলীয় নেতাকে। আর এই নিয়ে এলাকায় একটা সমালোচনার ঝড় বয়ে চলে। আর একের পর ঘটনা ঘটে চলে। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা পুরপ্রশাসক মন্ডলীর সদ্য প্রাক্তন চেয়ারপার্সন সুজিত সরখেল বলেন, তৃনমূল এখানে দলীয় রাজ কায়েম করবে বলে পিছনের দরজা দিয়ে একজন দলের নেতা পুরসভার চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। আর পুরসভাকে এখন দলীয় অফিস বানাতে চাইছেন। তাই তো দলীয় নেতাকে পুরসভার ঘরে বসিয়ে দলীয় মিটিং করতেও এদের সম্মানে বাঁধে না। এধরণের ঘৃণ্য রাজনীতি তৃনমূলই করতে পারে। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারপার্সন সুকুমার হালদার বলেন, আমাদের জেলা সভাপতি যোগরঞ্জন হালদার পুর সভায় সৌজন্যে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। আর এখানে কোনো দলীয় মিটিং হয় নি। ওরা মিথ্যা বলছেন।

নাম পরিবর্তন

চন্দননগর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ২৪.৮.২০২১ তারিখের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি যে আমার পুত্র KAMIL AHMED ANSARI-র বার্থ সার্টিফিকেটে উল্লিখিত আমার ভুল নাম SHABNAM KHATOON-এর পরিবর্তে আমার আধার কার্ডে (489282437112) উল্লিখিত সঠিক নাম SHABANA KHATOON নামে পরিচিত হইলাম। SHABNAM KHATOON এবং SHABANA KHATOON এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

লেন্স বার্তা

আসন্ন দুর্গা পূজা, চলছে গাছ কাটা, পর্ণশ্রী বেহালায়

হাইড্রেন -এর দীর্ঘ মেয়াদি কাজের ফলে যানজট, নাজেহাল দশা গোটা হো চি মিন সরণী ও বেহালা শকুন্তলা পার্ক এর নিত্যযাত্রীদের।

শখেরবাজার, শীলপাড়া চত্বরেও চলছে হাইড্রেন এর কাজ, মিটতে পারে বহুদিনের জল জমার যন্ত্রণা। ছবি : অভিজিৎ কর

বৈদ্যুতিক গাড়ি বৃদ্ধি পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো নিয়ে এনার্জি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নিড্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব আখরুজ্জামান। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া বিশেষভাবে শিল্পতালুক এর জন্য বিদ্যুতের যাতে কোনো ঘাটতি না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প তালুকের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর বিদ্যুৎ দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দু কোটি মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে ১০ বছরে অনেকটাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে বলাবাহুল্য দ্বিগুণ হয়েছে। শুধু তাই নয় এই দশ বছরে বিদ্যুৎ বন্টন বিভাগ দ্বিগুণ হয়েছে। যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর তিনি বলেন, এই সরকার মানবিক সরকার আগে প্রত্যেকদিন লোডশেডিংয়ের মধ্যে পড়তে হতো রাজ্যবাসীকে। কিন্তু এখন লোডশেডিং হয় না বললেই চলে। এখন বিদ্যুৎ বিহীন ভাবে মানুষ থাকতে পারে না। তাই পরিকাঠামো উন্নত করে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরো ভালো করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। তিনি শিল্পপতিদের আহ্বান করে বলেন, সবদিক থেকেই শিল্প পরিকাঠামো তৈরি আছে রাজ্যে শিল্পপতিরা যেন শিল্প সম্ভার নিয়ে এগিয়ে আসে বিনিয়োগের জন্য। এছাড়াও এদিন হ্যাভেলস কেবিল্সের তুষার ডালমিয়া বলেন, ভারত এখন ডিজিটাল মিটারের দিকে এগোচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় অনেক কমবে। সিএসই'র বিদ্যুৎ বন্টন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশীষ ব্যানার্জি বলেন, বৈদ্যুতিক পরিবহন পরিকল্পনা হচ্ছে রাজ্য গাড়ি এখন তেলের বদলে বৈদ্যুতিক ভাবে চলছে রায় হাজারখানা বৈদ্যুতিক বাস চালু হওয়ার লক্ষ্যে রয়েছে যেহেতু গাড়ি বৈদ্যুতিক হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে গাড়িতে চার্জ দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো আরও তৈরি করা হচ্ছে যাতে বেশিরভাগ গাড়ি বৈদ্যুতিক হয়ে গেলেও অসুবিধা হবে না সব জায়গাতেই বৈদ্যুতিন চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা থাকবে এতে করে অনেক কমবে। তিনি আরো বলেন, ২০৩০ এর মধ্যে রিনিউয়েবল এনার্জি দ্বারা ভারত এগিয়ে চলবে। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন এমসিসিআই এর সভাপতি আকাশ শাহ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার বৈদ্যুতিক বিষয়ক চেয়ারম্যান অভিজিৎ ঘোষ। এছাড়াও এদিন একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আলোচ্য বিষয় ছিল রিনিউয়েবল এনার্জি ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি নিয়ে সকলেই রিনিউয়েবল এনার্জিতে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন।

রাজ্যে কৃতী সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যস্তরে সরকারি অর্থে রাজ্যের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, হাই মাদ্রাসা-আলিম-ফাজিল সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় সফল প্রথম দশটি স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর যাবৎ পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত করে চলেছেন। কিন্তু রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র বেহালা পশ্চিম (১৫৪) বিধানসভা কেন্দ্রে এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, আইসিএসসি, আইএসসি, সিবিএসই পরীক্ষায় বিদ্যালয় স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী যে বেহালা'র গর্ব' সম্মাননা প্রদান করে চলেছেন তা রাজ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলে উল্লেখ করেন কলকাতা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান কার্তিক মান্না। তিনি আরও জানান, এবার থেকে আবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান। বাবলি চ্যাটার্জি স্মৃতি রক্ষা কমিটি'র পক্ষে স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নিজ অর্জিত ও সংগৃহীত অর্থে বেহালার শরৎ সদনে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা মোদের গর্বের দিনে স্থানীয় ৪০ টি বিদ্যালয়ের চার জনকে ছাত্রছাত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত একটি গ্রন্থ, সাহিত্যিক শংকর (মণিশংকর মুখোপাধ্যায়) রচিত আহারে অনাহারে বিবেকানন্দ', সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় রচিত বিদ্যাসাগর সঙ্গে থাকবে একটি সম্মাননা পত্র', একটি স্মার্ট ফোন ও একটি উত্তরীয় দিয়ে এদিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্থানীয় বিধায়ক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দীর্ঘ প্রায় দু'বছর হতে চললো প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মেলবন্ধন থেকে

ছাত্রছাত্রীরা আজ বঞ্চিত রয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার পূর্বে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকে শিক্ষা পরে গ্রহণে কোনও সমস্যা থাকবে না। এদিনের সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, বেহালা কলেজের অধ্যক্ষা শর্মিলা মিত্র, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় কো-অর্ডিনেটররা প্রমুখ।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। সংস্থার মহিলা বিভাগ পিছিয়ে পড়া মহিলাদের তুলে আনবার জন্য তাঁদের হস্ত শিল্প এবং অন্যান্য কাজকর্মের দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে ছোট খাটো ব্যবসার পুঁজিও তাঁরা প্রদান করে। এদিন হস্ত শিল্পের গহনা থেকে শুরু করে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২০ জন মহিলাকে শংসাপত্র সহ অর্থ সাহায্য করেন। মন্ত্রী তাঁদের সকলকেই উৎসাহ দিয়ে বলেন তাঁদের শুধুই প্রশিক্ষণ নিলেই চলবে না, কাজ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি এই সংস্থার মহিলা বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এমন কাজের জন্য। মন্ত্রীর হাত দিয়েই সকল প্রশিক্ষিত মহিলারা শংসাপত্র এবং সম্মাননা পেয়ে খুবই আপ্লুত। তাঁরা জানায়, এরকম প্রশিক্ষণ আবারও হলে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন। তাঁরা এনসিসিআই-এর মহিলা বিভাগকেও ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিসিআই-এর সভাপতি আকাশ শা, সংস্থার মহিলা বিভাগের প্রধান স্নিগ্ধা শা ও অন্যান্য সদস্যারা। ছবি : উৎপল রায়

কনকপ্রভা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের রাসবিহারীর অফিসে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো উপলক্ষ্যে সকলে একত্রিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী তথা ট্রাস্টের উপদেষ্টা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পুজো পরিচালনায় ছিলেন উৎপল সাহা।

অভিনব শারদোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত হুগলি নদী তীরবর্তী রায়পুর স্বদেশী মেলার মাঠে এবার হতে চলেছে শারোৎসব। প্রথম বছরের মাতৃ আরাধনার আয়োজন করেছে মধ্য রায়পুর মাজী দাস ও অধিকারী পাড়া সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি। কমিটির শ্লোগান আসুন প্রথমবার দুর্গা পুজোর আয়োজন। পূজা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজকুমার পরামানিক জানালেন কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎসব হবে। প্রতিদিন থাকবে সুস্থ রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার হবে। যেমন গঙ্গা দূষণ রোধ করা, কোভিড রুখতে নানা কর্মসূচি,

এবার দুর্গা পুজোয় রায়পুর মেলার মাঠে। গঙ্গানদীর তীরে এই মাঠে ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে স্বদেশী মেলা বা জাতের মেলা। মাঠের উত্তর দিকে মন্দিরে শোভা পাচ্ছে গঙ্গাদেবী, মা কালী ও শিবলিঙ্গ। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত এই মাঠেই এবার আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করা, পরিবেশসুস্থ ও সুন্দর রাখা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি। রাজকুমারবাবু বলেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আমাদের পুজোয় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত এই পুজোর মিডিয়া পার্টনার হিসাবে থাকছে আলিপুর বার্তা।

পৃথিবীর স্বর্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই মহামারীর কবলে লক ডাউনের জাঁতাকলে সব কিছুই যেমন গতি হারিয়েছে তেমন পর্যটন শিল্পেও গতি হারিয়েছে বিস্তর। তবে জম্মু এবং কাশ্মীরের পর্যটনে শুধুমাত্র মহামারীর প্রকোপ নয় বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভয়ভীতিও কাজ করে। যদিও এখন মহামারীর প্রকোপ অনেকটাই কমেছে, টিকাকরণে যে নির্দ্বিধায় এই পুজোর ছুটিতে জম্মু-কাশ্মীর ঘুরে আসতে পারেন। তাঁরা বলেন, 'সিটি অফ জয়' থেকে 'হেভেন অন আর্থে' পৌঁছে গিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এই 'নিউ নর্মাল পর্যটন' পর্যটন শিল্পকে গতি দেখাবে বলে মনে করেন তাঁরা। এদিন ওই খান থেকে প্রায় ১২টি সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে

গতি নিয়েছে দেশ। রাজনৈতিক অস্থিরতাও অনেকটাই বাগে আনতে পেরেছে বর্তমান সরকার। তাই জম্মু এবং কাশ্মীর সরকারের অতিরিক্ত আধিকারিক ওয়াসিম রাজা সহ অন্যান্যরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মাধ্যমে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে জানান জম্মু-কাশ্মীর পর্যটনকে তুলে ধরতে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ান তাঁরা এক যাত্রার মাধ্যমে। এদিন উপস্থিত ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর পর্যটনের অতিরিক্ত নির্দেশক অম্বিকা বালী, জম্মু এবং কাশ্মীর কলকাতা অফিসের প্রধান আসানুল হক। পাড়ি দিন সৌন্দর্য উপভোগ করতে জম্মু-কাশ্মীর।

দলছুটের নাট্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলছুট মানিকতলা নাট্য দল দশ বছর ধরে মহিলা ও শিশুদের নিয়ে থিয়েটারের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। তেমনই চার বছর ধরে জাতীয় নারীর মঞ্চ নাট্য উৎসবও আয়োজন করে চলেছে। এই নাট্য উৎসব প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে আয়োজিত হয়। কিন্তু এ বছর কোভিডের জন্য তা পিছিয়ে ২২ মে দিন ধার্য হলেও পরে তা পরিবর্তিত হয়ে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পাঁচ দিন কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হবার জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে বলে জানান, দলছুট মানিকতলা নাট্য দলের পক্ষ থেকে জাতীয় নারীর মঞ্চ নাট্য উৎসবের অন্যতম পরিচালক মিঠু দে। তিনি আরও জানান, এই নাট্য উৎসবে ১৬টি মহিলা পরিচালিত নাটক অনুষ্ঠিত হবে। মিঠু দে বলেন, 'কোভিডে যে সকল শিশু তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছে, এই উৎসবে অর্জিত অর্থ থেকে তাদের সহযোগিতা করা হবে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms/ companies/ individual contractors having requisite financial capability and sufficient experience for supplying of following item.

Item: Rental Charges per day for 1 Speed Boat of Size 7.5m X 2.5m X 0.9m fitted with 90hp/100hp four Stroke Electric Start OBM fitted with Remote Control Steering System Capable Carrying 8-10 Persons approved by Register of Shipping and Capable of Speeds between 20-25 knots (for minimum 90 days).

Starting date of tender submission: 10.09.2021
Last date of tender submission: 23.09.2021
Tender Opening date: 24.09.2021

Contact Civil Defence Office, NAB, 4th Floor, Alipore, Kolkata- 700027 for details and sample or visit: http://s24pgs.gov.in

Sd/- Addl. Dist. Magistrate (G) & Addl. Controller of Civil Defence, South 24- Parganas
4346/DICO/S24Pgs, Dt.-10.09.2021

আর্টভার্সের প্রদর্শনীতে উপচে পড়া ভিড়

অজিতেশ ভট্টাচার্য : আইসিসিআর-এ শুরু হয়ে গেল আর্টভার্স-এর ছ'দিনব্যাপী 'মনসুন ফেস্টিভাল ২০২১' চিত্রকলা, আলোকচিত্র এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনী। ভিড় উপচে পড়া এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন ঋতু গোয়েল, শীর্ষা ভট্টাচার্য, আমি শ্রীজিতা, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সাবা হোসেন, সুদেষ্ণা বোস, অনিন্দিতা আয়োজন করা আর্টভার্সের সর্বময় কর্তা শুভঙ্কর সিংহ। তিনি জানিয়েছেন, আমি এই সংস্থা তৈরিই করেছিলাম শিল্পকলার সঙ্গে জড়িত লোকজনদের নিয়ে আলাদা

প্রদর্শনীতে ছিল মোট ৫৪ জন শিল্পীর ১৩৫টি শিল্পকর্ম। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন গৌতম দে (প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক, আইসিসিআর), আর পার্থিবান (বর্তমান আঞ্চলিক পরিচালক, আইসিসিআর), পৃথ্বীরাজ সেন (বিশিষ্ট লেখক), অসিতবরণ মাইতি (প্রাক্তন জেলার, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল), প্রত্যুষকুমার ঘোষ (ডিজিএম, মেট্রো রেলওয়ে), গুড্ডু (বিশিষ্ট অভিনেতা)-সহ আরও অনেকে। মণ্ডল, তানিয়া সান্যাল, সঞ্জীব মণ্ডল, অনুভব পতি, রোমিত রায়-সহ আরও অনেকে।

গোটা পৃথিবীতেই ছবির বাজারে যখন মন্দা, মহামারীর প্রকোপ শুরু হওয়ার পরে সেটা যখন একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময়েই আর্টভার্সের এই প্রদর্শনী থেকেই ছবির বাজার যেন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল। একের পর এক বিক্রি হয়ে গেল বেশ কয়েকটা ছবি। ফলে আশার আলো দেখছেন এতদিন ধরে বছরে ৬ বার প্রদর্শনীর একটা পৃথিবী গড়ে তুলব বলে। সেই কাজে আমি এখনও পুরোপুরি সফল না হলেও, আমি যে সেই লক্ষ্যের দিকেই এগোচ্ছি, এতে আমি নিঃসন্দেহ। এ বার ভাবছি, যেভাবে শিল্পী, শিল্প সমালোচক এবং শিল্পপ্রেমীদের বিপুল সাড়া পাচ্ছি, তাতে আশা করি, আগামী দিনে শিল্পী এবং তাঁদের শিল্প, দুটোরই কদর দিনকে দিন বাড়তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর্টভার্সও পৌঁছে যাবে বাংলার বাইরে অবস্থিত শিল্পী এবং তাঁদের শিল্পর কাছে।

নিউ নরম্যালে সিনেমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চিত্রগ্রাহক প্রেমেন্দ্রবিকাশ চাকী এবং সাজ পরিকল্পনাকার অনিরুদ্ধ চাকলাদার একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন, বিষয় ছিল এই মহামারীর সময় সিনেমা এবং সিনেমা তৈরির নতুন দিকগুলি। এই নিউ নরম্যালে সিনেমাতেও প্রভাব পড়েছে। এ বিষয় নিয়ে অনিরুদ্ধবাবু বলেন, বিভিন্নভাবে ঘরে বসেও কাজ হয়েছে কী ভাবে এর সাথে লড়াই করা যায় সেই নিয়েই প্রতিনিয়ত সবাই ভেবেছে। প্রেমেন্দ্রবিকাশ চাকী বলেন, অনলাইনে শ্যুট করেছি। কিন্তু সেটা যে বাস্তবে অনেকটাই কঠিন তা বোঝা গিয়েছে। তিনি আরও বলেন সিনেমা তৈরি করার সময় এখন অনেক কিছুই বাদ পড়ছে। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে শ্যুটিং চলছে। কোনও বন্ধু যদি তার অনেকদিনের বন্ধুকে দেখতে পায় প্রথমেই তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরবে কিন্তু এরকম সব সিনই বাদ পড়ে যাচ্ছে এখন। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এই মহামারীর নিউ নরম্যালের সিনেমার শ্যুটিং নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক সনৎ ঘোষের সুযোগ্যা কন্যা। তারা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফটোগ্রাফি অ্যান্ড আর্টস নামক এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করেছেন যেখানে চিত্রগ্রহণের ওপর ডিপ্লোমা করা হবে এবং চিত্রগ্রহণের বিভিন্ন দিক তারা নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে। অনেক ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই এখানে আসতে শুরু করেছে। গত বছর সনৎ ঘোষ আমাদের ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর মূল মন্ত্র ছিল কিভাবে নতুনদের কাছে চিত্রগ্রহণকে আরও উৎসাহ দেওয়া যায়। নতুন চিত্রগ্রাহকরা এগিয়ে যেতে পারে এই সমাজে। অনিরুদ্ধ চাকলাদার বলেন, সনৎবাবু কিভাবে পেশাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা চিরকাল শিখিয়ে এসেছেন। তাঁরই মন্ত্র নিয়ে চলবে এই সংস্থা।

যুব প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবদ্বীপে ভারত সেবাশ্রম সংঘ আয়োজিত যুব সম্মেলন শুরু হয় গত ২ প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ভাবধারা যুবদের মধ্যে তুলে ধরেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা। সারা

সেপ্টেম্বর ২০২১ এবং শেষ হয় ৫ সেপ্টেম্বর। এই চারদিন ব্যাপী যুব সম্মেলনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দিন ব্যাপী এই সম্মেলনে বিভিন্ন পর্যায়ে যুবদের শেখানো হতো শরীরচর্চা যেমন যোগ, ক্যারাটে ও লাঠিখেলা। ধর্মালোচনা এবং গীতা মাহাত্ম্য যুবদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এই সম্মেলনে। শেষ দিন সকাল থেকেই ছিল পরীক্ষার কর্মসূচি। তিনদিনে তারা যা শিখেছে তাদের মূল্যায়ন করবার জন্য মহারাজরা এবং প্রশিক্ষকরা ছিলেন তৎপর। সবশেষে সকলকে স্মারক এবং মানপত্রের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়। সমগ্র যুব সম্মেলনের পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও এর মধ্যে একদিন একটি ছোট্ট পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়েছিল। ক্যারাটে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বিধান মণ্ডল, প্রীতম বিশ্বাস, সুদীপ ভৌমিক ও সুবীর দাস। লাঠি খেলায় প্রশিক্ষণ দেন তারক সাধুখাঁ ও বুবাই সাধুখাঁ। যোগাসন শেখান মধুসূদন দাস ও বাসুদেব বিশ্বাস। গীতাপাঠ শিক্ষা দেন মৃন্ময় অধিকারী। স্বামী ত্যাগাত্মানন্দজী মহারাজের পৌরোহিত্যে শিবিরের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ পুরসভার প্রশাসক বিমানকৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ সন্ত সমাজের সভাপতি জন্মস্থান আশ্রমের অদ্বৈত দাস বাবাজি, সন্ত সমাজের যুগ্ম সম্পাদক গুমাসুক আশ্রমের স্বামী নিত্যযুক্তানন্দজী, গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজের সংগঠক সদাহরি দাস বাবাজী।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com